পটগান

পটগান বাংলার প্রায় হারিয়ে যাওয়া দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির একটি মাধ্যম। দর্শকদের মাঝে তথ্য পৌঁছে দেবার জন্য সংস্কৃতি অঙ্গনে এটি একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। পটগান তার নিজস্ব কৌশলগত কারণেই সবধরনের দর্শকদের মাঝে তথ্য পৌঁছে দিতে সক্ষম। কারণ পটগানে একই সঙ্গে ছবি দেখানো হয় এবং সেই ছবির বর্ণনা নৃত্য ও গানের মাধ্যমে দর্শকদের মাঝে উপস্থাপন করা হয়। এতে করে কোনো কোনো দর্শক আছে যারা শুধুমাত্র ছবি দেখেই কাঙ্খিত তথ্যটি পেয়ে যান আবার কিছু কিছু দর্শক আছে যারা গান শুনে নির্ধারিত বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হন। আবার কোনো কোনো দর্শক আছে যারা একই সাথে গান শুনে ও ছবি দেখে নির্ধারিত বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হন। এভাবে দর্শক গ্রহণ যোগ্যতার দিক থেকে পটগান একটি অন্যতম জনপ্রিয় বিনোদনের মাধ্যম।

অন্যান্য

ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় PFTI-এর অন্যান্য আঙ্গিকগুলো হচ্ছে-আলকাপ, কবিগান, কিস্‌সা কাহিনী, লাঠিখেলা, সত্য পীরের গান, মনসার গান এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য। এই আঙ্গিকগুলোর মধ্যে PFTI কয়েকটি আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষামূলক আংশিক নাট্য নির্মাণ করেছে এবং ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিকল্প সজীব নাট্যধারা

প্রচলিত নাট্যধারাগুলোর সর্বকনিষ্ঠ ধারা হচ্ছে এই Alternative Living Theatre (ALT) বা বিকল্প সজীব নাট্যধারা। সকল শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে থিয়েটারকে সহজতর করে পৌঁছে দিতে বিশিষ্ট নাট্য গবেষক প্রবীর গুহ এই নাট্যধারার প্রচলন করেন। এই ধারায় প্রযোজনা ব্যায় একপ্রকার নেই বললেই চলে। যেমন এখানে নেই কোনো বাহারী পোশাকের ব্যবহার, মেকআপ, গেটআপ, লাইটিং, নেই কোনো সংলাপের মহা আড়ম্বর। কয়েকজন নাট্যকর্মী একত্রিত হয়ে সমাজের বাস্তব কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাবলীল ভাষায় জনগণের বোধগম্য করে তৈরি করে ফেলতে পারেন কোনো নাটক। যেখানে একই ব্যক্তি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। তবে এই ধারার নাটকে শরীরের ব্যবহার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মঞ্চে নাটকের দৃশ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজন একটি ঘরের। নাট্যকর্মীরা এক বা একাধিক জন মিলে শরীর অথবা সামান্য প্রপস্ ব্যবহার করে অতি সহজেই তা তৈরি করতে পারেন। বিষয়ভিত্তিক তথ্য প্রদানে অধিক যুগপোযোগী একটি মাধ্যম এই বিকল্প সজীব নাট্য ধারা। যা অতি সহজেই জনগণের বোধগম্য হয়ে থাকে।

বিকল্প সজীব নাট্যধারার নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রম

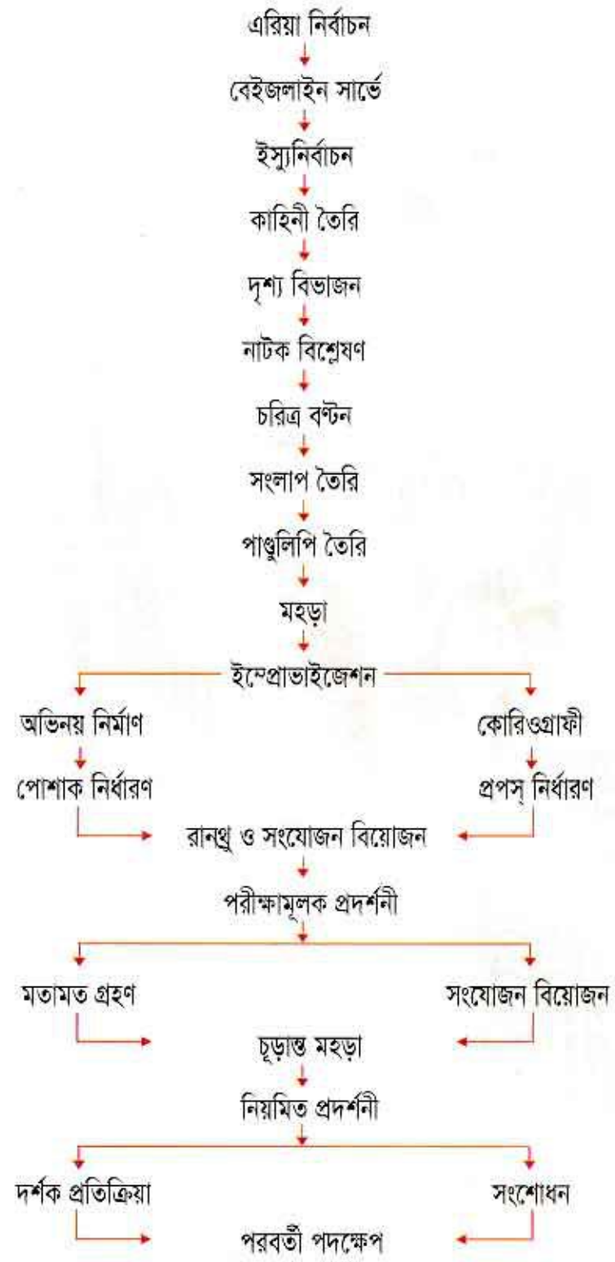

শেষকথা

২০০৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মাত্র ১২ জন নাট্য কর্মী নিয়ে PFTI যাত্রা শুরু করেছিল। ঘড়ির কাটার সাথে সংগতি রেখে সাফল্যের সাথে কয়েক বছর অতিক্রম করলো PFTI। বর্তমানে ১৬ জনের একটি শক্তিশালী নাট্যদল নিয়ে আগামীকে মোকাবেলায় মেধা ও সফলতার সাথে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ছুটে চলেছে সামনের দিনগুলির দিকে।

প্রয়াস ফোক থিয়েটার ইনস্টিটিউট

PROYAS FOLK THEATRE INSTITUTE (PFTI)

সুস্থ সমাজগঠনে বিকল্পধারার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

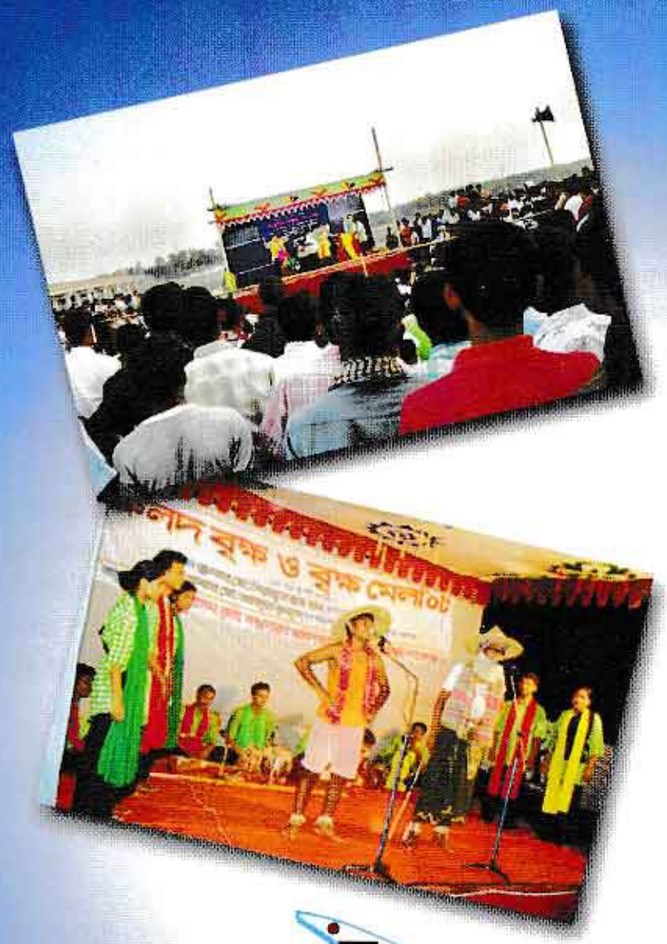

PFTI

প্রয়াস ফোক থিয়েটার ইনস্টিটিউট
প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটির একটি সহযোগী সংগঠন
বেলেপুকুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০৭৮১৫৫০৭৫, ফ্যাক্স : +৮৮০৭৮১৫১৫০১
মোবাইল: +৮৮০১৭১৩ ২৪৮৫৫৫, +৮৮০১৭১৩২৪৮৫৮২
E-mail: info@proyas.org, pfti@proyas.org
Web : www.proyas.org

প্রয়াস ফোক থিয়েটার ইনস্টিটিউট (PFTI)

১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সালে প্রয়াস ফোক থিয়েটার ইনস্টিটিউট-এর যাত্রা শুরু। শুরু থেকেই PFTI তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আদর্শ করে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যেকোন তথ্য মানুষ তার শ্রবণ ও দর্শন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মাস্তিষ্কে ধারণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী তার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বক্তব্য, সভা, সেমিনার, কর্মশালা, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদির বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। কিন্তু এই মাধ্যমগুলিতে শ্রবণ ও দর্শন ইন্দ্রিয়ের যেকোন একটি কার্যকর থাকে। ফলে জনগণ উক্ত মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য মস্তিষ্কে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। এছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে একঘেয়েমিতার জন্য জনগণকে বিরক্ত হতেও দেখা যায়।

অন্যদিকে নাট্য কার্যক্রম একই সাথে মানুষের শ্রবণ ও দর্শন ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখে এবং বিনোদনের মাধ্যমে একসাথে অধিক সংখ্যক জনগণকে তথ্য দিয়ে থাকে। ফলে জনগণের অন্তরে গেঁথে যায় নাট্য মাধ্যমে দেওয়া তথ্যসমূহ। মূলত এই বাস্তব ধারণা থেকে উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে থিয়েটারকে সংস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। গড়ে তোলা হয় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। যার নাম প্রয়াস ফোক থিয়েটার ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা পেশাগতভাবে থিয়েটার চর্চা করে এবং সংস্থার প্রয়োজনে তাদের নির্মিত নাটক মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী সম্পন্ন করে থাকে। PFTI বর্তমানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে থিয়েটার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

পিছিয়ে পড়া, সাধারণ জনগণকে তথ্য দেওয়ার জন্য বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা (লোকনাট্য) ও বিকল্পধারার নাটককে PFTI-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সাথে বাংলার মাটির মানুষের নাড়ির সম্পর্ক বিদ্যমান। একারণে অন্যান্য মাধ্যম অপেক্ষা ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় সাধারণ জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও একাত্মতা প্রকাশের মাধ্যমে প্রদেয় তথ্যগুলো সহজে গ্রহণ করে থাকে।

PFTI-এর ভিশন

বাংলাদশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির (লোকসংস্কৃতি) মাধ্যমে আনন্দময় পরিবেশে লোকশিক্ষা প্রদান।

PFTI-এর মিশন

- বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যকে (লোকনাট্য) যথাযথ ব্যবহার পূর্বক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা
- উক্ত নাট্যধারার সঠিক সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটানো
- শিক্ষা সম্প্রসারণে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ
- বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঐতিহ্যবাহী শিল্পের (লোকশিল্প, লোকনাট্য, লোকগান প্রভৃতি) চর্চা ও তার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন
- শিল্পী, গবেষক ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে পেশাগতকরণ
- সাধারণ জনগণকে দেশ ও সমাজ সেবায় দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা
- উন্নয়ন সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং সাংস্কৃতিক দক্ষতা উন্নয়নে সমমনা বন্ধু সংগঠনকে সহযোগিতা করা
- বক্ষ্যমাণ বিষয়ে গবেষণা পূর্বক বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে দেশ ও দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিচয় ঘটানো।

ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা

PFTI-এর ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার আঙ্গিকগুলো হচ্ছে-গম্ভীরা, আলকাপ, কবিগান, পটগানসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নাট্য আঙ্গিক। যেহেতু প্রত্যেক বাঙালির শিরা-উপশিরায় তার নিজস্ব সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত, কাজেই যেকোন তথ্য জনগণের অন্তরে গেঁথে দিয়ে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর জন্য এই আঙ্গিকগুলি অধিক কার্যকরী। উদাহরণস্বরূপ ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য গম্ভীরা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

গম্ভীরার বিশুদ্ধ আঙ্গিক

প্রাচীন বাংলার উল্লেখযোগ্য জনপদ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নিজস্ব সম্পদ গম্ভীরা। গম্ভীরা বলতে একটি বিশেষ জনপ্রিয় বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যকে বুঝায়, যার উদ্দেশ্য সমাজ সমালোচনা করা। গম্ভীরা গানে মুখ্য চরিত্রে থাকে একজন নানা ও একজন নাতী। কিছু বাদ্যযন্ত্র বাদক ও কয়েকজন দোহারী। গম্ভীরাতে নানা নাতী চরিত্রে নানা এবং নাতী উভয়ে পাড়াগাঁয়ের খুব সহজ-সরল মানুষের ভূমিকায় তাদের তথ্যগুলি চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় অভিনয়, নৃত্য ও গানের সুরে সুরে দর্শকদের মাঝে উপস্থাপন করে থাকেন। যাতে করে সাধারণ মানুষ তথ্যগুলি অতি সহজেই বুঝতে পারেন। নানা-নাতীর পোশাক, কথা বলার ঢং সবকিছুর মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গ্রামের সহজ সরল কৃষকের ছবি। গম্ভীরা গানের প্রধান চরিত্র নানার পরনে থাকে ছেঁড়া লুঙ্গি, মুখে পাকা দাড়ি, মাথায় মাথল, হাতে লাঠি। নাতীর পরনে থাকে হাফ প্যান্ট বা লুঙ্গি, ছেঁড়া গেঞ্জি, কোমরে গামছা, কখনো গামছার আঁচলে থাকে ছাতু ও কালাইয়ের রুটি। গম্ভীরায় কেবলমাত্র সংগীত অংশটুকুই থাকে পূর্ব রচিত আর বাদবাকি তথ্য সংলাপ তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয়। শুধুমাত্র পুরুষ অভিনেতা ও একদল বাদ্যযন্ত্রীর সহায়তায় পুরো গম্ভীরা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করা হয়।

গম্ভীরা পরিবেশনার শুরুতেই মঞ্চে দর্শকদের মাঝে নাতীকে দেখা যায়। নাতী এদিক সেদিক কাউকে খোঁজার দৃষ্টিতে তাকায় আর দর্শকদের জিজ্ঞাসা করে কেউ তার নানাকে দেখেছে কিনা। দর্শক তার নানাকে দেখেনি জানালে নাতী মঞ্চে উপবিষ্ট শিল্পীদেরকেও ঐ একই প্রশ্ন করে। মঞ্চের শিল্পীরা তাকে গান গাইতে অনুরোধ জানায়। তাদের অনুরোধে নাতী মঞ্চে গিয়ে বন্দনা দিয়ে নৃত্য পরিবেশন করতে থাকে। এমন সময় লাঠি হাতে হঠাৎ করে নানার আগমন ঘটে। নাস্তা নিয়ে ক্ষেতে (আবাদি জমি) না গিয়ে এখানে আসার জন্য নানা তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। নাতী খুব বিনয়ের সাথে তার নানাকে মঞ্চে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে। এভাবে অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলার জন্য নানাকে রাজি করায় এবং নানা নাতীর যৌথ পরিবেশনায় শুরু হয় গম্ভীরা গান। যন্ত্র সংগীতের তালে তালে নানা ও নাতী ধুয়া (গম্ভীরা গানের স্থায়ী অংশ) পরিবেশন করে এবং একসময় উভয়েই থেমে যায়। নাতী ধুয়ার বক্তব্য সম্পর্কে নানাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে। নাতীর বয়স কম তাই বাস্তবতা সম্পর্কে তার জ্ঞান সীমিত। সে এমন সব প্রশ্ন করে যাতে দর্শক শ্রোতারা কৌতূহল অনুভব করে এবং আনন্দ পায়। নানার অভিজ্ঞতা বেশি থাকায় যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নাতীকে সবকিছু বুঝিয়ে দেয়। আবার কোনো কোনো গম্ভীরায় নাতীর জ্ঞান বর্তমান যুগোপযোগী, আর নানা পুরাতন যুগের মানুষ-বর্তমান যুগের অনেক কিছুই সে বুঝে না, সেইক্ষেত্রে নাতী নানাকে বুঝানোর চেষ্টা করে। ধুয়ার পর শুরু হয় গান এবং নৃত্য। প্রতিটি অন্তরার পর নানা নাতীর সংলাপ হয় এবং দোহারী ধুয়া পরিবেশন করে। নানা নাতীর কথাবার্তার মধ্যদিয়ে বিভিন্ন সমস্যা ও তার উপায় এবং কর্তৃপক্ষের নিকট সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানানো হয়। আর এভাবেই সম্পন্ন হয় একটি গম্ভীরা গান। উল্লেখ্য যে, গম্ভীরার এই বিশুদ্ধ আঙ্গিক PFTI অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তার প্রদর্শনী সম্পন্ন করে থাকে।

গম্ভীরা নাট্য

বর্তমানে গম্ভীরার প্রচলিত ধারার সাথে PFTI-এর পরিবেশিত গম্ভীরা নাট্যের কিছু স্বাতন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত প্রচলিত ধারার গম্ভীরায় নানা ও নাতীর মধ্যে শুধুমাত্র গান ও আলাপচারিতা লক্ষ করা যায়। ফলে অনেকক্ষেত্রে গম্ভীরার মূল বিষয় বস্তুর উপর ভিত্তি করে ছোট বড় অনেক তথ্যই দর্শকশ্রোতার কাছে বোধগম্য হয় না। সেই দিকে লক্ষ রেখে বিশেষ করে গম্ভীরার পূর্বনির্ধারিত বিষয়বস্তুর তথ্যগুলি আরও সহজতরভাবে দর্শক শ্রোতাদের মাঝে উপস্থাপন করার জন্য কয়েকটি নাট্যাংশ তৈরি করা হয়। PFTI যাকে বলে থাকে গম্ভীরা নাট্য। এক্ষেত্রে গম্ভীরার প্রতিটি কথা হয় এক একটি তথ্য নির্ভর। ঐ তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করে মঞ্চে উপস্থিত দোহারীরা নাট্যাংশ প্রদর্শন করে থাকে, সেইক্ষেত্রে এক একটি নাট্যাংশের ব্যপ্তিকাল থাকে কমপক্ষে ৩-৫ মিনিট এবং সম্পূর্ণ গম্ভীরাতে একাধিক নাট্যাংশ প্রদর্শন করা হয়। নানা-নাতী গান গাওয়ার পর তারা কথোপকথনের মাধ্যমে মঞ্চে বর্ণনাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নানার প্রশ্নের উত্তরে নাতীর পূর্বে গাওয়া গানের ভালো ও মন্দ দিক বর্ণনা করে নানাকে নিয়ে মঞ্চের পিছন দিকে অভিনেতাদের আড়ালে চলে যায়। তখনই মঞ্চে উপবিষ্ট দোহারীরা বর্ণনাকৃত তথ্যগুলির উপর ভিত্তি করে নাট্যাংশ প্রদর্শন করে থাকে। যার ফলে প্রচলিত ধারার গম্ভীরার চেয়ে PFTI প্রদর্শিত গম্ভীরা থেকে উপস্থিত দর্শক শ্রোতা গম্ভীরার মূল বিষয়বস্তু গানের সুর ও ছন্দ, নৃত্য এবং নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে অতি সহজেই বুঝতে সক্ষম হন। PFTI-এর এই স্বাতন্ত্র উপস্থাপনা এরই মধ্যে বিশেষজ্ঞ মহল, সুধীসমাজসহ সকল স্তরের জনগণের মাঝে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

গম্ভীরা নাট্য নির্মাণ প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রম